পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন
Report of the Board of Directors

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আস্‌সালামু আলাইকুম,

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ। আপনাদেরকে পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আপনাদের সদয় উপস্থিতি দিয়ে এই সভাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সাথে আমি ৩০ জুন ২০১৯ইং সমাপ্ত ১২ মাসের নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ নিরীক্ষিত হিসাব ও কোম্পানীর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

শিল্প সম্পর্কিত অবহিতি:

বাংলাদেশ আজ একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। বিদেশে রপ্তানীর সাথে সাথে দেশে অভ্যন্তরে ও কাপড়ের চাহিদা বেড়েছে। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ নিয়মিত স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত সূতা সরবরাহ করে আসছে। সফ্‌কো স্পিনিং মিলে উৎপাদিত বিভিন্ন কাউন্টের সুতা স্থানীয় বুনন ও পোষাক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাজারে এখন উন্নত ও আধুনিক মেশিনারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেক নতুন মিল স্থানীয় বাজারের সূতা সরবরাহ করে আসছে। তাই বাজারে উন্নত গুনগত মানসম্পন্ন সূতার প্রতিযোগিতাও অনেক বেশী আছে। এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থান দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে সফকো স্পিনিং মিল বাজারে সুতা সরবরাহ করে আসছে।

আপনারা অবগত আছেন যে, সফ্‌কো স্পিনিং মিলের দীর্ঘ দিনের পুরানো মেশিনগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পরার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় মিলের বিএমআরই এর কাজে হাত দেই যাহা ২২তম, ২৩তম ও ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবহিত করা হয়। গত এজিএম এ আমরা আরো বলেছি যে, এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতিতে আমরা প্রথম দফায় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহন করি এবং পুরানো মেশিনের স্থলে নূতন মেশিন বসানো এবং অন্যান্য পুরানো মেশিনের বিএমআরআই এর কাজ ২০১৫ইং থেকে শুরু হয়েছে ২০১৮ সালের শেষে সমাপ্ত করি।

প্রথম দফায় বিএমআরই এর কাজ আংশিকভাবে শেষ হওয়ার পর মিলের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং গুনগতমানও বেড়েছিল, কিন্তু বাকী অনেক পুরনো মেশিনের পুন:সংস্কার করার পরেও কার্যকারিতা বা মেশিনের উৎপাদনশীলতার তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই। ফলে মিলে আরও অনেকগুলি পুরনো মেশিন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আমরা গত এজিএম এ আপনাদেরকে অবহিত করেছি এবং কিছু ধারনা দিয়েছি।

মিলের প্রয়োজনীয় বাকী সকল মেশিনারীর সংস্কার এবং সকল পুরানো মেশিনের পরিবর্তে নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য ব্যাংক আর্থিক সহায়তা নিয়ে ২য় পর্যায়ে কতকগুলি নুতন মেশিনারী যথা- একটি আধুনিক ব্লো রুম, ২টি সিমপ্লেক্স ফ্রেইম ও ৪০টি নূতন স্পিনিং ফ্রেইম ক্রয় করে পুরাতন মেশিনের সাথে সংযোজন করা হয়েছে এবং নূতন একটি গ্যাস জেনারেটর ক্রয় করে মিলে সংস্থাপন করা হয়েছে। নতুন মেশিন এর অনেকগুলির স্থাপনার স্থান সংকুলানের জন্য মিলে ১৮,০০০ বর্গফুটের একটি নুতন শেড / বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এই নব নির্মিত শেড-এ উৎপাদন যথার্থ রাখার জন্যে একটি এসি প্লান্ট প্রয়োজনীয় মেশিনারীর ও ডাক ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সকল উন্নয়নমূলক কাজ জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০১৯ইং সালে শেষ হয়েছে।

নূতন মেশিনের সংযোজন সহ বাকী মেশিনের বিএমআরই করার পর মেশিনের কর্ম দক্ষতা ও মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। মিলের বিএমআরই এবং নুতন মেশিনারীর কাজ সমাপ্ত করে ২০১৯ সালে যখন মিল হইতে সুফল পাওয়া শুরু হওয়ার কথা ঠিক তখনই সুতার স্থানীয় বাজারে অকল্পনীয় মন্দার কারনে মিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়া শুরু হয়।

বিগত এক বৎসরের বেশী সময় ধরে স্থানীয় বাজারে সুতার দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় আমরা সুতার প্রত্যাশিত মূল্য হইতে অনেক কম মূল্য পাচ্ছি। উৎপাদন অপেক্ষা কম মূল্যে সুতা বিক্রয়ের কারণে দেশের অন্যান্য মিলের মতো আমাদের মিলটি আর্থিক লোকসান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, এরই ফলশ্রুতিতে মিলের পক্ষে ব্যাংক সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়দেনা পরিশোধে অপারগতা সৃষ্টি হয়েছে। এক বৎসর উপর্যোপরি লোকসান দিতে দিতে কোম্পানীর মূলধন নি:শেষিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কোম্পানীর বিক্রয়লব্দ আর্থিক আমদানি ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যাংকের কিস্তির অর্থ অপরিশোধিত থেকে যাচ্ছে। কোম্পানীর এই বৎসর আর্থিক লোকসানের কারণে সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে আশাহত করে এ বৎসর কোন ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাজারে মন্দা জনিত কারণে এবং মূল্য কমে যাওয়ার কারনে অনেক মিলসহ আমরাও সুতা বাজারজাত করনে সংকটে আছি। এর সাথে সরকারের গ্যাস এর মূল্য বৃদ্ধি করায় সংকট আরো ঘনিভুত হয়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন এর সম্মানীত সভাপতি মহোদয় সহ সকল মিলগুলি এ সমস্যা হতে উত্তোরনের জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই সাথে মেন, ম্যাটেরিয়াল ও মেশিনের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সাশ্রয়ের মাধ্যমে এবং খরচ কমানোর মাধ্যমে মিল পরিচালনা করে ক্ষতির পরিমান কমানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং নতুন ধরনের সুতা উৎপাদন করে তাহা বাজারজাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নতুন মেশিনারী বসানোর পর মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। একে সুসংহত করার জন্য ভবিষ্যতে সুসময়ে কয়েকটি অটোকোনার, কার্ড মেশিন আমদানী করে মিলে সংযোজন করলে ভাল হবে। ভবিষ্যতে মিলে নুতন ধরনের সুতা উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফল:

সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবসা কার্যক্রম পণ্য এবং সেবা বা অবস্থানের বৈচিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফল বর্ণনা করা হয় নাই।

ঝুকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহ:

১। সফকো মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভরশীল। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয়ই আমদানীতব্য কাঁচামাল বিধায় এর মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোন সময় পরিবর্তনশীল, সেহেতু মিলের উৎপাদন ও লাভ লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে সর্বদা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

২। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি পরিস্থিতির কারনে দেশের সকল শিল্পকে ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়।

৩। এ ছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ফসল তোলার সময়ে শ্রমিকের অনুপস্থিতির ফলশ্রুতিতে মিলের উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এবং তহবিল ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

৪। শিল্প খাতে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। এ ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা বছরে বছরে বাড়ছে। শিল্পের ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহ সরকারের গৃহিতব্য নীতি নির্ধারনের উপরও যথেষ্ট মাত্রায় নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় অন্যান্য স্পিনিং মিলের মত সফকো স্পিনিং মিলকেও এ সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যেতে হবে ইনশাল্লাহ্।

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ, মোট প্রান্তিক মুনাফা এবং নীট প্রান্তিক মুনাফা:

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৯	৩০ জুন, ২০১৮
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৪১৬,৮৪৭,৬৪১	৪৮৯,৩৪৫,০১২
মোট মুনাফা	১৩১,৪৬৫,৭৪৭	৯৮,১৪৭,৩০৩
নীট মুনাফা	(১৪,৫৪৭,৯৬৩)	১২,১৯৬,৭২৬

অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি:

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং- ২০ এ অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে।

আন্ত:সম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহ:

আন্ত:সম্পর্কিত লেনদেনসমূহ কোন বিশেষ সুবিধা ব্যতীত আর্ম লেন্থ ব্যাসিস এ সম্পন্ন করা হয়েছে।
বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ২৭ এ আন্ত:সম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হতে প্রাপ্ত তহবিলের ব্যবহার:

এ বছর কোন পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হয় নাই।

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও), রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার, ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি অর্থ বা তহবিল প্রাপ্তির পর কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা:

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) সম্পন্ন হয়েছে ১৯৯৮ সালে। পরবর্তীতে কোন রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার,ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি করা হয় নাই।

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য:

তৃতীয় ত্রৈমাসিকের পরে কোন বিক্রয় হয় নাই। তৃতীয় ত্রৈমাসিকের বিক্রিত পণ্যের অংশ বিশেষ পরবর্তীতে ফেরত আসে যা প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় অজ্ঞাত ছিল। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের পরিবর্তে উক্ত বিক্রয় ফেরত বিবেচনা করা হলে ত্রৈমাসিক বিক্রয় থেকেও বার্ষিক বিক্রয় কম হয়।

স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক:

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ২৯ এ স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের উপর পরিচালকগণের বিবৃতি:

ক) সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ এবং মূলধনের পরিবর্তন সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) কোম্পানীর হিসাব বহি সমূহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা হয়েছে।

গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে যথোপযুক্ত হিসাবনীতি সমূহ ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব গত পরিমাপক সমূহ যুক্তিযুক্ত ও বিচক্ষন সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘ) ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস) যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য তা অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ব্যত্যয় থাকলে তা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষন করা হয়েছে।

চ) কোম্পানীর চলমান অস্তিত্বের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহের অবকাশ নাই।

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের ব্যবধান:

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের নিম্নোক্ত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়-

- বিক্রয় আয় গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে যার কারণ হচ্ছে-
  - বিক্রয় হ্রাস
  - চাহিদা হ্রাস
  - মূল্য হ্রাস
- মোট মুনাফা অনুপাত গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে
  - বিক্রয় হ্রাস
  - পণ্যের মূল্য হ্রাস
  - পরিচালনা ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বৃদ্ধি।

চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা:

কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ মতামত পোষন করেন যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত সক্ষমতা রয়েছে। এমন কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়নি যার কারণে অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ২.১ এ কোম্পানীর চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের মূখ্য পরিচালন এবং অর্থনৈতিক উপাত্তের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল:

বিবরণ	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৬ (পূণ:নির্ধারিত)	২০১৪ (পূণ:নির্ধারিত)
টার্ণ ওভার	৫৪৮,৩১৩,৩৮৮	৫৮৭,৪৯২,৩১৫	৫২২,৪২৮,০৩০	৩৬৮,০১১,৪৩৮	৩৫৬,৬৩১,৩৩৭
মোট মুনাফা/(ক্ষতি)	১৩১,৪৬৫,৭৪৭	৯৮,১৪৭,৩০৩	৯১,৪২০,৮৯৪	৫৪,০৭৫,১৫০	৭২,২৬৪,৩০৮
কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১১,০৩০,৭১৫)	১৬,৮৬০,৮১২	১৪,৩২৯,৪৬৪	৮,৫৪০,৯৫১	৩৮,৬১২,৩৬২
কর পরবর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৪,৫৪৭,৯৬৩)	১২,১৯৬,৭২৬	১১,১০২,৯৬১	৭,৩৪৯,৫৫৩	৩৮,১২৯,৫২৫
মোট মুনাফা অনুপাত	২৩.৯৮%	১৬.৭০%	১৭.৪৯%	১৪.৬৯%	১৯.৭৬%
নীট মুনাফা অনুপাত	-২.৬৫%	২.১%	২.১৩%	২.০০%	১০.৬৯%
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় অনুপাত	৭৬.০২%	৮৩.৩%	৮২.৫১%	৮৫.৩১%	৮০.২৪%
শেয়ার প্রতি অর্জন	-০.৪৯	০.৪২	০.৩৮	০.২৬	

বোর্ড সভা: ২০১৮-২০১৯ইং সনে সর্বমোট ৯(নয়)টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৮-২০১৯ইং সনে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা এবং পরিচারকবৃন্দের উপস্থিতির তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা	উপস্থিতি
০১	জনাব এস,এ,কে,এম, সেলিম	চেয়ারম্যান	৯	৯
০২	জনাব এস,এ,বি,এম, হুমায়ুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৯	৯
০৩	জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	পরিচালক	৯	৯
০৪	জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	পরিচালক	৯	৭
০৫	জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	স্বতন্ত্র পরিচালক	৯	৮

শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত বিবরণ:

নাম অনুসারে বিবরণ				শেয়ার সংখ্যা
ক)	প্যারেন্ট/ সাবসিডিয়ারী/এসোসিয়েটেড কোম্পানী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পার্টি সমূহ:			
খ)	পরিচালকবৃন্দ:			
	জনাব এস, এ, বি, এম, হুমায়ুন	-	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৪,২৬,৬৪৩
	জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিম	-	পরিচালক	২৮,৫৩,২৬৮
	জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ-	পরিচালক		৮,৭৯,৮৩৮
	জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	৬,৫০,৮৩৯
গ)	প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, কোম্পানী সচিব ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান:			-
ঘ)	নির্বাহীবৃন্দ:			-
ঙ)	কোম্পানীতে ১০(দশ) শতাংশ অথবা তার চেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ:			-

পরিচালক নির্বাচন:

কোম্পানীর পরিচালক জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ এবং পরিচালক জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম সংঘবিধির ১১০ ধারা অনুযায়ী অবসর গ্রহন করেছেন। পরিচালকবৃন্দ স্বপদে পুন:নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিধায় পুনরায় নিয়োগ লাভের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। উপরে বর্ণিত পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও তথ্যাদি বিএসইসির নোটিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নে বিবৃত হল:

জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ:

জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ ইউ এসএ থেকে ইন্ডস্ট্রিয়াল এন্ড ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি,এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপারেশনস্ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে এম,এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর পরিচালক এবং সায়হাম জুট মিলস লিঃ এর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া তিনি সায়হাম মাল্টি ফাইবার টেক্সটাইলস লিঃ সিইও হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। বর্তমানে তিনি সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর অডিট কমিটির একজন সদস্য। তিনি সফকো ও সায়হামে যোগদান করার পূর্বে ম্যাটেগ ও এমানা এপ্লাইয়েন্সেস এর মতো প্রখ্যাত ইউএস প্রতিষ্ঠান সমূহে দীর্ঘ ০৫ বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ সফকো ও সায়হামের বিভিন্ন ব্যবসার অপারেশন ব্যবস্থানায় সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি ইইএসএ, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউকে, ফান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, মিশর, সৌদিআরব, ইউএই, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চায়না, হংকং সহ বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক কাজে ভ্রমন করেছেন।

জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম:

জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া বর্তমানে তিনি সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর অডিট কমিটির একজন সদস্য। মার্কেটিং, পণ্য উন্নয়ন ও প্রশাসনে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে।

স্বতন্ত্র পরিচালক পুন:নিয়োগ:

বিএসইসি রেগুলেশন অনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলীকে স্বতন্ত্র পরিচালক পদে পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পুন:নিয়োগ করেছেন যা অত্র ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কর্তৃক অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

A Management's Discussion and alalysis signed by CEO or MD presenting detailed analysis of the company's position and operations along with a brief discussion of changes in the financial statements, among others, focusing on:

Particulars	June 30, 2019	June 30, 2018
Gross Profit Margin	23.98%	16.71%
Operating Profit Margin	19.34%	15.93%
Net Profit Margin	-2.65%	2.08%
Return on asset	-0.91%	0.22%
Return on Equity	-2.81%	2.30%
Earning per Share	-0.49	0.42

Particulars	June 30, 2019 (12 Months)	June 30, 2018 (12 Months)
Revenues	548,313,388	587,492,315
Changes in Percentage	-6.67%	12.45%
Cost of Goods Sold	416,847,641	489,345,012
Changes in Percentage	-14.82%	13.54%
Operating Expenses	28,046,182	13,042,337
Changes in Percentage	115.03%	7.49%
Net Profit after Tax	(14,547,063)	12,196,726
Changes in Percentage	-219.28%	9.85%

(ক) আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য একাউন্টিং নীতি এবং মূল্যায়ন।
একাউন্টিং নীতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে পূর্ববর্ত্তী বৎসরের সাথে কোন পরিবর্তন নাই।

(খ) একাউন্টিং নীতি এবং প্রাক্কলন পরিবর্তন, যদি থাকে তবে, আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের প্রভাব এবং সেই পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ চিত্রের মধ্যে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা;
নীতি এবং প্রাক্কলন সম্পর্কিত কোনও পরিবর্তন নেই, যার ফলে কর্মক্ষমতা এবং নগদ প্রবাহের উপর কোন প্রভাব নেই।

(গ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সহ) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহ তাৎক্ষনিক পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বছরের সাথে তার কারণ ব্যাখ্যা করা।

Revenue and Result from Operation:

Particulars	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)	2015-2016 (18 Months)	2014 (12 Months)
Revenue	548,313,388	587,492,315	522,428,030	515,600,017	356,631,337
Gross Profit	131,465,747	98,147,303	91,420,894	85,566,486	62,288,879
Operating Profit	(106,064,576)	93,573,398	79,287,246	69,100,046	54,357,005
Net Profit Before Tax	(11,030,715)	16,860,812	17,986,460	24,558,299	29,111,953
Net Profit after Tax	(14,547,963)	12,196,726	11,102,961	18,603,055	28,629,116

Statement of Financial Position:

Particulars	June 30, 2019	June 30, 2018	June 30, 2017	June 30, 2016	December 31, 2014
Non-Current Asset	1100,041,935	1029,389,858	775,242,016	738,013,085	541,123,034
Total Current Asset	555,812,168	512,832,122	492,517,789	352,152,453	279,800,314
Total Asset	1655,907,101	1542,222,030	1276,759,805	1090,165,538	820,923,348
Shareholders' Equity	516,480,711	529,840,386	517,643,660	506,540,699	542,357,256
Non-current Liability	753,610,117	452,826,254	442,766,804	408,296,052	29,663,368
Current Liability	385,816,273	559,580,390	307,349,341	175,328,787	248,902,724
Total Liability	1655,907,101	1542,222,030	1267,759,805	1090,165,538	820,923,348

Changes in Cash Flows:

Particulars	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)	2015-2016 (18 Months)	2014 (12 Months)
Net Cash Flows from Operating Activities	68,718,420	98,957,717	58,597,652	82,995,920	41,741,701
Net Cash Flows or used in Investing Activities	(233,818,896)	(178,689,437)	(156,221,864)	(264,372,417)	(7,782,000)
Net Cash Flows or used in Financing Activities	163,923,541	73,390,371	96,766,187	198,666,451	(34,566,377)

বিক্রয় রাজস্ব পরিবর্তনের কারণ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিক্রয় রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে। টেক্সটাইল সেক্টরে নাজুক পরিস্থিতির কারনে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার হ্রাস পাওয়ায় কোম্পানীর পণ্যের বিক্রয় ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

রাজস্ব খরচ পরিবর্তনের কারণ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সালে আয় হ্রাস পেয়েছে পক্ষান্তরে রাজস্ব খরচ তুলনামূলক বেড়েছে।

নীট মুনাফা পরিবর্তনের কারণ:

গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরে নীট মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিক্রয় হ্রাস এবং অন্যান্য আয় হ্রাস পাওয়ায় নীট মুনাফার হার ও হ্রাস পেয়েছে।

(ঘ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থান এবং সহকর্মী শিল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা:

কোনও শিল্প তথ্য পাওয়া যায় না যার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি।

(ঙ) দেশ এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করুন:

বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার গত ০৫ বছরে ৬% ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার পথে চলেছে।এই ধরনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে বস্ত্র খাতের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

(চ) আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকি ও উদ্বেগ, ঝুঁকি ও উদ্বেগ হ্রাসের কোম্পানীর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা:

কাঁচামাল ঝুকি ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধি:

সফ্কো স্পিনিং মিল একটি সুতা উৎপাদনকারী মিল এবং মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভর। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয়ই আমদানীতব্য কাঁচামাল বিধায় এর মূল্য আন্তর্জাতিকবাজারে যেকোন সময় পরিবর্তনশীল। সেহেতু মিলের লাভ-লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে সর্বদা ঝুকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সবসময় আন্তর্জাতিক কাঁচামাল সম্পর্কে সচেতন। ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে কাঁচামালের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক বাজারে অনুসন্ধান করা সহ বিভিন্ন সরবরাহকারীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখলে কাঁচামালের খরচ বাড়ানোর ঝুকি কমিয়ে দিতে পারে।

শ্রম অস্থিরতা ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধি:

যেকোন মিল কারখানায় সুষ্ঠ উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হল শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে উৎপাদন ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সফ্কো স্পিনিং মিলে শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

সফ্কো স্পিনিং কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদেও কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উন্নত ও দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার দিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী, এবং শ্রমিক যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সু-চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। এতে শ্রমিকের মধ্যে শ্রম অস্থিরতার ঝুকি হ্রাস করে।

সুদের হার ঝুকি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি:

কোম্পানী বিভিন্ন ব্যাংকগুলো থেকে দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্ধিত হতে পারে। যদি বিদ্যমান ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্তমান স্তর থেকে বৃদ্ধি পায় তবে নগদ প্রবাহ এবং লাভজনকতা বাধাগ্রস্থ হবে।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সর্বদা কোম্পানীর সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো বজায় রাখার জন্য তার অর্থ পরিচালনার উপর জোর দেঃয় যাতে মূলধনের খরচ সর্ব নিম্ন থাকে।

ছ) কোম্পানীর অপারেশন কর্মক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থানের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা পূর্বাভাস, যা যথাযথভাবে যেমন আসন্ন এজিএস এ শেয়ারহোল্ডারদের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করা হবে:

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সফ্কো স্পিনিং মিলের দীর্ঘ দিনের পুরানো মেশিনগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে মিলের বিএমআরই কাজ শুরু করা হয়। অনেক নুতন মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়। উৎপাদন কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য একাজ চালু রাখা হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতেও কিছু নুতন যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন কাজ চলবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সু-সংহত করা হবে। নুতন মেশিনের সংযোজন ও বাকী মেশিনের বিএমআরই কাজগুলো শেষ হওয়ার পরে মিলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও উৎপাদন বাড়বে এবং ভবিষ্যতে ভাল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

অডিট কমিটি:

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের একটি উপ কমিটি হিসাবে পুনঃগঠিত অডিট কমিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	-	স্বতন্ত্র পরিচালক	: চেয়ারম্যান
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	: সদস্য
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	: সদস্য

অডিট কমিটির প্রতিবেদন:

অডিট কমিটি বছরব্যাপী স্বীয় অডিট কার্যক্রমে একটা অনিয়মের সন্ধান পান নাই মর্মে পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেছেন। অডিট কমিটির রিপোর্ট অত্র প্রতিবেদনের এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক নিয়োগ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স মালেক সিদ্দিকী ওয়ালী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কে ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগ লাভের অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত: মেসার্স মালেক সিদ্দিকী ওয়ালী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০১৮-২০১৯ সালের জন্য নিরীক্ষকের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে ২০১৮-২০১৯ সালের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। অত্র সভায় মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে ২০১৮-২০১৯ সালে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগের পরবর্ত্তী অনুমোদন লাভের জন্য পরিচালনা পর্ষদ সুপারিশ করেন। মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, অত্র সভায় নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছেন এবং পুন:নিয়োগ লাভের যোগ্য বিধায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য পুনরায় নিয়োগ লাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৬ নং ধারা অনুসারে সিইও এবং সিএফও কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র, ৭(১) ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র এবং ৭(২) ধারা অনুসারে কর্পোরেট গভার্নেন্স প্রতিপালন প্রতিবেদন যথাক্রমে সংযুক্তি A,B এবং C এর মধ্যে বর্ণনা/প্রকাশ করা হলো।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট নিয়োগ:

২০১৮-২০১৯ সালের জন্য কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস হিসাবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগ লাভের অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস নিয়োগ পাওয়ায় ২০১৮-২০১৯ সালের জন্য কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্টস হিসাবে অব্যাহতি নেন এবং পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স এম জেড ইসলাম , চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে নিয়োগ প্রদান করেন। অত্র সভায় মেসার্স এম জেড ইসলাম, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস নিয়োগের পরবর্ত্তী অনুমোদন লাভের জন্য পরিচালনা পর্ষদ সুপারিশ করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৯ নং ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য মেসার্স এম জেড ইসলাম, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস পুন:নিয়োগ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা শ্রমিক সম্পর্ক:

যে কোন মিল কারখানায় সুষ্ঠ উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত হল শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান রাখা। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি ও কল্যানমূলক কাজে কোম্পানী সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উন্নত ও দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার দিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকগন যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সুচিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। দ্রব্যমূল্য বিবেচনা করে চলতি আর্থিক বৎসরে বেতন ভাতাদি পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসা ও সামাজিক কারন ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে কোম্পানী আর্থিক সহায়তা দান অব্যাহত রেখেছে। শ্রমিক, কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আসছে। মিলে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকার কারনে উৎপাদনের সুষ্ঠ পরিবেশ বিরাজমান আছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কার্যক্রম:

একটি জনপদ এর বাসিন্দাদের সক্রিয় সহযোগিতায় যে এলাকায় মিলটি প্রতিষ্ঠিত সে এলাকার জনগনের কাছে প্রতিষ্ঠানের কিছুটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই এলাকার স্থানীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখে আসছে। এলাকার জনগণের বিভিন্ন অসুবিধায় কিংবা দুর্যোগে সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে মিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত আর্থিক সহযোগিতা দান করে থাকেন। এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং ছাত্র বৃত্তি সহ বিভিন্ন সমাজকল্যানমূলক কাজে কোম্পানী আধুনিকতার সাথে সহযোগিতা করে আসছে। স্থানীয় জনগনের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ইত্যাদিতে ও মিল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার হাত প্রসারিত রয়েছে।

উপসংহার:

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, এনআরবি ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ সহ বিভিন্ন ব্যাংক সমূহ সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর সমূহ বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বিনিয়োগ বোর্ড, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনগন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পর্ষদ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও কোম্পানী তার কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষভাবে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন, মূল্যবান পরামর্শ প্রদান এর জন্য পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার কাছে আগামী বছরগুলোতে কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সমাপ্ত করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

তারিখ:
ঢাকা ২১ নভেম্বর, ২০১৯ইং

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
এস, এ, বি, এম, হুমায়ুন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক